সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭৭
WEEKLY BOOKLET:377

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর বাণীসমূহের লিখিত পুষ্পধারা:

ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে ২২টি প্রশ্নোত্তর

ইলমে দ্বীন কতটুকু জানা উচিত? ০৩
কম সময়ে বেশি জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ০৭
ইলমে দ্বীন কার থেকে অর্জন করবে? ১৪
জান্নাতেও কি ইলম বৃদ্ধি পাবে? ২৩

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে ২২টি প্রশ্নোত্তর

খলিফায়ে আমিরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই "ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে ২২টি প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পাঠ করে নিবে বা শুনে নিবে, তাকে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং এর উপর আমল করার তাওফিক দান করে তার পিতামাতাসহ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে তিনবার করে দরুদ পাঠ করবে, তবে আল্লাহ পাকের উপর হক হলো যে, তিনি তার দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামে কবির, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন কাকে বলে? শুধুমাত্র কি নামায ও রোযার জ্ঞানই ইলমে দ্বীন?

উত্তর: ইলম অর্থ হলো: জানা, অবহিত হওয়া। নামায ও রোযার জ্ঞান ও নিঃসন্দেহে ইলমে দ্বীন, কিন্তু এর বাইরেও আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা ইলমে দীনের অন্তর্ভুক্ত। ইলমে দ্বীন অনেক ব্যাপক এবং এতটাই যে, কেউ সেটার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতেই পারবেনা। সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হলো আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, যাকে কেউ জ্ঞান দেয়নি, তিনি নিজে থেকেই আলিম। অতঃপর তাঁর দানক্রমে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হলেন আমাদের প্রিয় নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। প্রত্যেক নবীই আলিম এবং আপন উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম। আর সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হলেন আমাদের প্রিয় নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। এভাবেই ইলমে দ্বীনের বিস্তৃতি ও গভীরত্ব অনেক বেশি, এজন্য যে ব্যক্তি যত বেশি ইলমে দ্বীন অর্জন করতে পারে, ততটুকু করা উচিত। **(মালফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৭১)**

প্রশ্ন: শিক্ষার্জন করা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর উপর ফরয। এই নির্দেশনা প্রদান করুন যে, কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা জরুরি?

উত্তর: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ"অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয। **(ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদিস: ২২৪)** "শিক্ষা" শব্দের অর্থে মানুষ কিছুটা আগে পিছে হয়ে যায় এবং শিক্ষা দ্বারা সাধারণত স্কুলের শিক্ষাকে উদ্দেশ্য করা হয়, অথচ এই হাদিস দ্বারা স্কুল বা কলেজের শিক্ষা উদ্দেশ্য নয়। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৩)** অনেকে এরূপ হাদিসে মুবারাকার মাধ্যমে নিজেদের স্কুল, কলেজ এবং দুনিয়াবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে, তাওবা!

www.dawateislami.net

اَسْتَغْفِرُ الله। হাদিসে মুবারাকা দ্বারা নিজের অনুমানের ভিত্তিতে যুক্তিগ্রহন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(ফয়যুল কদির, ১/১৭২, হাদিসের পাদটীকা: ১৩৩)** শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ এবং ওলামারাই আমাদের আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ফাতোয়ায়ে রযবীয়ায়" এই হাদিসে পাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, যার সারাংশ কিছুটা এরূপ যে, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক, যেমন; কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হলো, তবে তার উপর নামায ফরয হয়ে গেলো, এখন তার উপর নামাযের জরুরী মাসআলা জানা ও ফরয হয়ে গেলো, অনুরূপভাবে রমযান এলো তবে যার উপর রোযা ফরয তার উপর রমযানের জরুরী মাসআলা জানাও ফরয হয়ে গেলো, এভাবেই ব্যবসায়ী অর্থাৎ **Businessman** এর উপর ব্যবসার, গ্রাহকের উপর ক্রয়ের, চাকরিজীবির উপর চাকরির, যার উপর যাকাত ফরয তার উপর যাকাতের, অনুরূপভাবে যে বিবাহ করবে তার উপর বিবাহ ও তালাকের জরুরী মাসআলা জানা ফরয।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৩-৬২৬) (মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৭৩-৩৭৪)

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন কতটুকু জানা উচিত?

উত্তর: সর্বপ্রথম তো নিজের আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এছাড়াও গুনাহ সম্পর্কে জানা ফরয। বাতেনী রোগ সমূহ যেমন; অহংকার, হিংসা, লৌকিকতা ইত্যাদি, যেগুলোকে "মুহলিকাত "বলা হয়, এগুলোর জ্ঞান রাখাও ফরয। এজন্য "বাতেনী বিমারিউ কি মা'লুমাত" এবং "নাজাত দিলানে ওয়ালে আ'মাল কি মা'লুমাত" এই দুটি কিতাব মাকতাবাতুল মদিনা থেকে সংগ্রহ করে পড়া খুবই জরুরি।

(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৭/১১৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: সময় হওয়ার পরও ইলমে দ্বীন অর্জন না করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: সময় হওয়ার পরও ইলমে দ্বীন অর্জন না করা অনেক বড় বঞ্চনার বিষয়। কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি আফসোস হবে। যেমনটি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস ঐ ব্যক্তির হবে, যে দুনিয়ায় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেলো কিন্তু সে অর্জন করেনি এবং ঐ ব্যক্তির হবে, যে জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু অন্যরা তো সেই জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছে, তবে সে নিজে উপকৃত হয়নি (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেনি)। **(তারিখ ইবনে আসাকির, ৫১/১৩৭)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অনেক সুযোগ পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন কোর্সও হয়। অতএব সকল ইসলামী ভাই এই কোর্সগুলিতে ভর্তি হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله এতে ইলমে দ্বীন শেখা শেখানোর এবং আমল করার মানসিকতা নসীব হবে। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১/১৮৩-১৮৪)**

প্রশ্ন: আমাদের সমাজে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী ছাত্রদের নিরুৎসাহিত করা হয় এবং দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন কারীদের উৎসাহিত করা হয়, এই মানসিকতা কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?[১]

উত্তর: দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হোক বা স্বয়ং আলিম, মুফতি এবং ক্বারী সম্পন্ন পিতা-মাতারা নিজেদের সন্তানদের

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

না শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে উৎসাহিত করেন বরং এটার জন্য অনেক পরিশ্রমও করেন কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার মানসিকতা তেমন থাকে না বরং যদি সন্তান দ্বীনি পরিবেশে আসার কারণে কুরআন হিফয বা দরসে নিজামী করতে চায়, তবে তাকে এমনভাবে বিদ্রূপ করা হয় যে, মোল্লা হয়ে কি মসজিদের রুটি খাবে? আলিম হয়ে কী খাবে? বি.এ করো বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হও, যাতে ভালো এটকা চাকরি পাও। এই কথাগুলো শুধু বিদ্রুপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং রীতিমতো দ্বীনি শিক্ষা থেকে বিরত রাখার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়, যেমন; যদি সন্তান দরসে নিজামীতে ভর্তি হতে চায় তবে এখন তাকে উপার্জন করে আনার জন্য বলা হয় অথচ পরিবারের আর্থিক সংকটও নেই আর অন্যদিকে দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনের জন্য স্কুলে ১০বছর এবং এরপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে পড়ানো হয়। এই শিক্ষা অর্জনের সময়ে পিতা - মাতা সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে সন্তানকে শিক্ষার্জনের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেয়। যদি নিজস্ব ব্যবসা থাকে তবে এতেও হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেয়, যাতে শিক্ষার্জনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। বর্তমান সমাজেও দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনকারীদের প্রচুর উৎসাহ দেয়া হয়।বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সেই শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ এবং চাকরি দেয়া হয়। এই কারণেই মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের তুলনায় একশতাংশও নয়। অলি - গলিতে স্কুল খুলে রেখেছে কিন্তু মাদরাসা হাতেগোনা কয়েকটিই পাওয়া যায়। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের দুনিয়াবি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হওয়ার জন্য শুরু থেকেই এই মানসিকতা প্রদান করে থাকে:

www.dawateislami.net

পড়ো গে লিখো গে বনো গে নওয়াব
খেলো গে কো দো গে হোগে খারাব

তো এরূপ পিতামাতার সমীপে আবেদন করছি যে, দুনিয়াই সবকিছু নয়, আসল হলো আখিরাত আর আখিরাতে ডক্টরেট বা ইঞ্জিনিয়ারিং করা সন্তান কোনো কাজে আসবে না বরং হাফিয বা আলিম সন্তানই সুপারিশ করবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন আলিম ও আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতগুজার) কে উঠানো হবে, আবিদকে বলা হবে যে, জান্নাতে প্রবেশ করো আর আলিমকে বলা হবে যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের শাফায়াত করে নিবে না, (ততক্ষণ) অপেক্ষা করো।" **(শু'য়াবুল ঈমান, ২/২৬৮, হাদিস: ১৭১৭)**

এরূপ বলা যে, মৌলভী হয়ে কি খাবে? এটা সম্পূর্ণ শয়তানের প্ররোচনা, রিযিক আল্লাহ পাক তাঁর দয়াময় দায়িত্বে নিয়েছেন এবং দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনকারীর তুলনায় অনেক বেশি প্রশান্তময় জীবন - যাপন করে থাকে, এই কারণেই এই কথাটি তো শুনি যে, অমুক ডাক্তার বা অফিসার আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো শুনিনি যে, অমুক আলিমে দ্বীন পেরেশানিতে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার বহু বছরের চ্যালেঞ্জ, এখনো পর্যন্ত কেউ এমন একটি প্রমাণ দিতে পারেনি যে, কোনো আলিমে দ্বীন আত্মহত্যা করেছে। এর মূল কারণ হলো; ওলামায়ে কিরামদের আল্লাহ পাকের মারিফাত (পরিচয়) অর্জিত হয়ে থাকে। তাঁরা আল্লাহ পাককে ভয়কারী হয়ে থাকেন আর তাঁদের এই গুণের ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনে পাক বর্ণনা দিয়েছে, যেমনটি ২২তম পারা, সূরা ফাতির ২৮ নং আয়াতের আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

(اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞান সম্পন্ন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, ওলামায়ে কিরামদের কিরূপ ফযিলত রয়েছে, তাঁদেরকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার মর্যাদা দেয়া হবে, অতএব নিজের আখিরাতের প্রতি দৃষ্টি রেখে সব সন্তানদেরকে আলিমে দ্বীন এবং হাফিযে কুরআন বানানোর চেষ্টা করা উচিত আর যদি এমনটি সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে একজন সন্তানকে তো আলিমে দ্বীন বানিয়ে নিন। আল্লাহ পাক চাইলে ক্ষমা লাভের মাধ্যম হতে পারে। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১/২০০-২০২)**

প্রশ্ন: কম সময়ে বেশি জ্ঞান অর্জনের উপায় কী?

উত্তর: যারা মেধাবী, তারা কম সময়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করে নেয়, কারণ মেধাবীরা যা পড়ে তা মনে থাকে, যার কারণে তাদের কম সময় লাগে। আর যারা কম মেধাবী হয়ে থাকে, তাদের বেশি সময় লাগে। কাবা শরীফের দিকে মুখ করে বসে মুখস্ত করলে দ্রুত মুখস্ত হয়ে যায়। শায়খুল ইসলাম আল্লামা বুরহান উদ্দিন ইব্রাহীম জারনুজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দু'জন ছাত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার সারাংশ হলো, "কোন জায়গা থেকে দু'জন ছাত্র ইলমে দ্বীন জ্ঞান অর্জনের জন্য যাত্রা করলো এবং যখন পড়া - লেখা শেষ করে ফিরে এলো তখন তাদের মধ্যে একজন বড় আলিম হয়ে ফিরলো, কিন্তু অপরজন তেমনটি হলো না। যখন ওলামায়ে কিরাম অনুসন্ধান করলেন যে, এই পার্থক্য কেন হলো? তখন জানতে পারলেন; যে বড় আলিম হয়ে এসেছিলো, সে যখনই সবক (পাঠ) মুখস্ত করতো বা ইলমে দ্বীন অর্জন করতো তখন এই বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকতো যে,

www.dawateislami.net

তার মুখ যেনো কিবলার দিকে থাকে। সুতরাং ওলামায়ে কিরাম ফয়সালা দিলেন যে, এটি কাবার দিকে মুখ করে বসার বরকত।" **(তা'লিমুল মুতাআল্লিম, ১১৪ পৃ:। রাহে ইলম, ৮৩ পৃ:)** কাবার দিকে মুখ করে বসা সুন্নাত। **(জমউল জাওয়ামি, ৪/২৮৩, হাদিস: ১১৮৭৬)** কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় কাবার দিকে মুখ করে বসতেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৪৯) (মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১০/২৩)**

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কোন ধরনের সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করানো উচিত?[১]

উত্তর: যখন দ্বীনের জন্য নির্বাচনই করবে, তখন সবচেয়ে মেধাবী সন্তানকেই দ্বীনের জন্য নির্বাচন করা উচিত।কিন্তু হয় এমনটি যে, যেই সন্তান পিতামাতার নিকট সবচেয়ে নিকর্মা হয়ে থাকে, তাকে দ্বীনের পথে পাঠিয়ে দেয়, তাও অনেক সময় আপদ বিদায় করার জন্য যে, মা ঘরের কাজ করবে নাকি তাকে সামলাবে, বাবা কাজকর্ম করবে নাকি তার প্রতিদিনের ঝগড়া সামলাবে। তাই একে মৌলভীদের নিকট দিয়ে দাও, এখন মাওলানা বুঝবে আর তার কর্ম বুঝবে। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৭/৬৩)**

প্রশ্ন: যেহেতু ইলমের উপর আমল না করার অসংখ্য শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, অতএব যদি কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনই না করে এবং এরূপ বলে: "ইলম অর্জন করলে তবে আমল ও করতে হবে!" এই ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর: এমনটি ভাবা শয়তানের অনেক বড় একটি আক্রমণ, এভাবে তো সবাই মূর্খ রয়ে যাবে আর এই ভেবে কেউই ইলমে দ্বীন অর্জন করবে না

---

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

যে, "যদি সে ইলমের উপর আমল না করে তবে সে ফেঁসে যাবে!" যাইহোক ইলম ও অর্জন করুন এবং আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে তবে এর উপর আমলও করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৭/২৩৬)**

প্রশ্ন: যদি কেউ তার ইলমের উপর আমল না করে, তবে কি তার ইলম অর্জন না করা উচিত?

উত্তর: ঐসকল আমল, যা ফরয এবং ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত, তার উপর আমল করা জরুরি, সে আলিম হোক বা না হোক, এর উপর আমল না করার কারণে বান্দা গুনাহগার হবে। তবে মুস্তাহাব আমল অর্থাৎ ঐসকল আমল, যা করা সাওয়াবের কাজ কিন্তু না করলে গুনাহ হয় না, এর উপর আমল না করলে বান্দা গুনাহগার হবে না। মানুষের উচিত ইলম অর্জন করা, এটা সাওয়াবের কাজ এবং যতটুকু সম্ভব আমল করতে থাকা। সাওয়াবের কাজ সকলের করা উচিত, আলিম হোক বা না হোক। ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, লোকেরাও মুবাল্লিগদের বিদ্রুপ করে থাকে এবং পরিবারের লোকেরা ইলমে দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে বিদ্রুপ করে থাকে যে, "প্রথমে নিজে তো আমল করে নাও অতঃপর মানুষকে নেকীর দাওয়াত দিও।" পরিবারের এরূপ করা উচিত নয় বরং যদি কেউ নেক কাজ করে তবে তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত। যদি সে আজ আমলের দিক দিয়ে দূর্বল হয় তবে কাল শক্তিশালী হয়ে যাবে, কিন্তু নেকীর দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিলে তো আমল থেকে আরো দূরে সরে যাবে। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৯/২৬৫-২৬৬)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আজকাল মানুষ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছুটছে, কিন্তু দ্বীনি মাদরাসার প্রতি মানুষের আগ্রহ কম, এর কারণ কী?

উত্তর: দ্বীনি মাদরাসার প্রতি মানুষের আগ্রহ কম তো নয়, প্রায় নেই বললেই চলে, আর স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কানায় কানায় পূর্ণ। মানুষেরা নিজেদের পকেট থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে শিক্ষা অর্জন করে এবং খাবারের জন্য নিজের পকেট থেকে খরচ করে খেয়ে থাকে।কিন্তু তবুও দুনিয়াবি শিক্ষার প্রতিই প্রবণতা, অন্য দিকে দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, এমনকি খাবার ও থাকার ব্যবস্থাও বিনামূল্যে দেয়া হয়, তবুও মানুষের আগ্রহ দ্বীনি মাদরাসার প্রতি কম। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা দারুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছি, যেখানে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দুনিয়াবি শিক্ষাও দেওয়া হয়, যাতে মানুষ কোনো না কোনোভাবে দ্বীনের নিকটবর্তী হয়। দারুল মদীনা স্কুল সিস্টেম এর সমস্ত কার্যক্রম শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং ওলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে, যাতে এতে কোন শরীয়ত বিরোধি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যায়, যার কারণে শিক্ষায় ব্যঘাত সৃষ্টি হবে এবং শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মানসিকতা ও চরিত্রের উপর মন্দ প্রভাব পড়বে। সবারই উচিত যে, তারা যেনো তাদের সন্তানদের আখিরাতের প্রতিও দৃষ্টি রাখে; দুনিয়া তো যেমন তেমনভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে। আমি এটা বলছি না যে, نَعُوْذُ بِاللّٰه আপনি উপবাস থাকবেন, ক্ষুধায় মরবেন এবং ভিক্ষা করবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা ভিক্ষা করি না, আমাদের সন্তানরাও ভালোভাবে খায় এবং পরিধান করে। দাওয়াতে ইসলামীর যত মুবাল্লিগ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউই ক্ষুধায় মরে না এবং কেউই ভিক্ষাও করে না,

www.dawateislami.net

তারা প্রত্যেকেই উপার্জন করছে। সবাই দুনিয়াবি শিক্ষায় পারদর্শী নয় বরং আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ দুনিয়াবি উচ্চ শিক্ষিতও রয়েছে।

ওলামায়ে কিরামের সাথে আমাদের অসংখ্য প্রয়োজনিয়তা সম্পৃক্ত

দুনিয়াবি শিক্ষার প্রতি সবাই জোর দিচ্ছে, কিন্তু আমরা দ্বীনি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, যাতে মানুষ এই দিকেও আসে এবং উম্মতকে ওলামায়ে কিরাম প্রদান করা যায়। ওলামায়ে কিরাম না থাকলে তবে আমরা অনেক সমস্যায় পড়ে যাবো। যারা দ্বীনি শিক্ষার বিরোধিতা করে বলে: "মৌলভী হলে মসজিদের রুটি খেতে হবে" তবে আমি তাদেরকে বলবো যে, আপনারা ভাবুন তো যদি আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়েন তবে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে তৌফিক দান করুক, আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন কিন্তু জুমা তো পড়েন তাই না? তো বলুন, যদি মৌলভী না থাকে তবে কি কোন অফিসার মসজিদে এসে আপনাদেরকে জুমা পড়াবে? নাকি কোন মন্ত্রি জুমা পড়াবে? নাকি কোন মিল বা ফ্যাক্টরীর মালিক এসে জুমা পড়াবে? জুমা তো মৌলভীরাই পড়াবে। মনে রাখবেন! মৌলভী আপনাদের প্রয়োজন, আপনারা তাঁদেরকে আদব ও সম্মান করুন। বুঝে না আসলে তবে পরীক্ষা করুন, মারা গেলে তখন কোন মিনিস্টার, কোন অফিসার, কোন সম্পদশালী লোক, কোন মন্ত্রি মিনিস্টার আপনার জানাযা পড়াবে না, এই মৌলভীই জানাযা পড়াবে, আর এই মৌলভীই আপনাকে কবরে নামাবে, এই মৌলভীই সূরা পড়ে আপনাকে ইছালে সাওয়াব করবে। আপনারা ঈদের নামায তো পড়েন হয়তো! তো বলুন!

www.dawateislami.net

ঈদের নামায কে পড়াবে? নিঃসন্দেহে মাওলানা এবং আলিমই নামায পড়াবে, তো বুঝা গেলো যে, মাওলানা এবং আলিমদের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে, তাই সমাজে তাদেরও থাকা উচিত। সমস্ত মসজিদ তারাই সামলাচ্ছে, অন্যথায় নামাযের জন্য ইমাম কোথেকে আনবেন? জুমা পড়ানোর জন্য খতিব কোথেকে আনবেন? যদি কোন লোক দুনিয়াবি হিসেবে ভালো বিবেচিত হয়, তবুও তো সে খুতবা পড়তে পারবে না, কেননা জুমার খুতবা মাওলানা সাহেবরাই পড়ে থাকে।

(মলফূযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১০/২৮৪-২৮৬)

প্রশ্ন: অনেকে এরূপ বলে যে, "দুনিয়ার শিক্ষা অর্জন করলে আরামে থাকবে, ইলমে দ্বীন শিখে মাওলানা হলে ক্ষুধায় মরবে।"এরূপ বলা কেমন? তাছাড়া এরূপ বলা ব্যক্তিদের কিভাবে সংশোধন করা যায়?

উত্তর: দাওয়াতে ইসলামীর "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"[১]

কিতাবে রয়েছে: "প্রশ্ন: 'দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করলে তবে আরামে থাকবে, ইলমে দ্বীন শিখে মাওলানা হলে তবে ক্ষুধায় মরবে' এরূপ বলা কেমন? উত্তর: এই বাক্যটি ইলমে দ্বীনের প্রতি অবমাননা করার নামান্তর, এই কারণে এটি কুফরি। বক্তার (যে এরূপ বললো, তার) উপর তাওবা

১. "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এটি আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জগদ্বীখ্যাত রচনা, যা ৭০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এই কিতাবে ৩৯৮টি প্রশ্নোত্তর এবং ২৪২টি কুফরী বাক্যের উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এছাড়াও ঈমানের নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক আয়াত, বর্ণনা এবং আহকামও লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা অর্জন করার জন্য এই কিতাবটি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। **(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)**

www.dawateislami.net

করা এবং ঈমান নবায়ন করা আবশ্যক (অর্থাৎ নিজের কথার জন্য তাওবাও করবে এবং নতুনভাবে ঈমানও আনবে) আর যদি ইলম ও ওলামাদের অবমাননার উদ্দেশ্য ছিলো, তবে অকাট্য কুফরি, বক্তা কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেলো এবং তার বিবাহ ও ভঙ্গ হয়ে গেলো আর তার পূর্ববর্তী সকল নেক আমলও নষ্ট হয়ে গেলো।" **(কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩৫৭)** সর্বাবস্থায়! ইলমে দ্বীন, দ্বীনি কিতাব এবং শরীয়তের অবমাননা করা কুফরি। **(মাজমাউল আনহার শরহে মুলতাকিল আবহার, ২/৫০৯)** যদি আলিমে দ্বীনের অবমাননা ইলমে দ্বীনের কারণে করে, তাও কুফরি। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৯। মাজমাউল আনহার শরহে মুলতাকিল আবহার, ২/৫০৯)** আল্লাহ পাক আমাদের সকলের ঈমান নিরাপদ রাখুন।

বাকী রইলো, "যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করে, তারা ক্ষুধায় মরে" তবে মনে রাখবেন! ক্ষুধায় দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনকারীরাই মরে। আমার বহুদিনের পুরোনো চ্যালেঞ্জ, এখনো কেউ যার উত্তর দিতে পারেনি যে, "কেউ এমন একটি উদাহরণ দেখাও, কোনো আলিম বা মুফতিয়ে ইসলাম কখনো আত্মহত্যা করেছে।" অথচ সারাবিশ্বে প্রতিদিন মানুষ প্রতি এক মিনিটে তিনজন আত্মহত্যা করছে, এরপরও আজ পর্যন্ত কোনো আলিমের আত্মহত্যার একটি নজিরও নেই। এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, এখানে আলিম দ্বারা উদ্দেশ্য ইলম সম্পন্ন আলিম, প্রত্যেক দাড়ি ওয়ালা ব্যক্তি আলিম হয় না। বেকারত্বে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যাকারী সাধারণত মর্ডান লোকই হয়ে থাকে, যার ফলে এটাই বুঝা যায় যে, আলিমে দ্বীনেরা সুখ ও স্বাচ্ছন্দে থাকে আর তাঁদের এতো টেনশন থাকে না, যত টেনশন সাধারণ মানুষের থাকে। তাছাড়া আলিমে দ্বীনের সমাজে সম্মান ও থাকে, যখনই

www.dawateislami.net

আসে তখন তাঁর হাত চুম্বন করা হয়, সম্মান করা হয়, ভালো ও সম্মানের স্থানে বসানো হয়। এমনকি মসজিদের ইমাম, যিনি আলিম নন, তাঁকেও সম্মান করা হয়। অপরদিকে তাদের তুলনায় সাধারণ মানুষকে এত সম্মান করা হয় না। তাই এরূপ চিন্তা করা ভুল যে, "দুনিয়ার শিক্ষা অর্জন করলে আরামে থাকবো।" আলিমে দ্বীন হওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে দুনিয়াবি শিক্ষা থেকে অজ্ঞ হবে, ইংরেজিতে কথা বলার যোগ্যতা ওলামায়ে কিরামদের মধ্যেও রয়েছে। আমাদের দাওয়াতে ইসলামীতেও অনেক বড় বড় ওলামায়ে কিরাম রয়েছে, যারা ইংরেজিও জানে এবং দুনিয়াবি জ্ঞানও ভালো রাখেন। **(মলফুযাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ১০/১৮-১৯)**

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন কোন কোন উপায়ে অর্জন করা যায়?[১]

উত্তর: মাদানী চ্যানেল দেখা, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব অধ্যয়ন করা ইত্যাদি ইলমে দ্বীন অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম। অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরামদের নিকট শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করা ও ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম।হতে পারে যে, আপনি কখনো কোনো আলিম সাহেবের নিকট শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে গেলেন আর তখন তিনি অন্য কোনো চিন্তায় রয়েছেন, তবে হয়তো তিনি আপনাকে ধমকও দিতে পারেন, তবে এতে আপনি কখনোই তাঁদের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করবেন

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

না। দেখুন! গ্রাহক যদি ব্যবসায়ীকে কখনো কঠোর কথা বলেও দেয়, তবুও ব্যবসায়ী তার সাথে রাগ করার পরিবর্তে তাকে বুঝিয়ে পণ্য বিক্রি করে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে আপনাকেও কৌশলের পরিচয় দিতে হবে। অনেক সময় ক্লান্তি বা সমস্যায় থাকা অবস্থায় মাসআলা জিজ্ঞাসা করাতে আলিম সাহেব আপনাকে ধমক দিয়ে এটাও বলতে পারে যে, পরে এসো, তবে আপনাকে পরবর্তিতে তাঁর নিকট অবশ্যই যেতে হবে, এমন নয় যে, আমি কেনো আবার যাবো বরং তিনি যদি আপনাকে ১০০বার ডাকেন, তবে আপনাকে ১০০বারই যেতে হবে। আপনি যদি আশা করেন যে, আমি আলিম সাহেবের নিকট এলে তিনি উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরবেন, স্নেহ করে তার জায়গায় বসাবেন এবং চা ও খাওয়াবেন, তবে এসব হওয়ার নয়। যদি আপনি ওলামায়ে কিরামের সম্মান করেন, তবেই আপনি তাঁদের থেকে কিছু অর্জন করতে পারবেন আর যদি আপনার মন - মানসিকতা Mount Everest এর চূড়ায় থাকে যে, তিনি কেনো আমাকে ধমকালেন? তাঁর মেজাজ কেনো খারাপ ছিলো? ধুর! মাওলানারা এমনই হয়ে থাকে ইত্যাদি, তাহলে আপনি তাঁদের থেকে কিছুই অর্জন করতে পারবেন না।

(মলফুযাতে আমীর আহলে সুন্নাত, ৫/১৩১-১৩২)

প্রশ্ন: মানুষের বিদ্রুপের ভয়ে ধর্মিয় বেশ ধারণ না করা বা ইলমে দ্বীন অর্জন থেকে বিরত থাকা কেমন?[১]

উত্তর: সমাজে এমন লোকও আছে যারা ধর্মিয় বেশধারী মানুষদের বিরক্ত করে, কিন্তু মনে রাখবেন! বিরক্তকারীরা তো আম্বিয়ায়ে কিরামদেরও

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

عَلَيْهِمُ السَّلَام বিরক্ত করেছে। আমার যখন থেকেই দাড়ি উঠেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه কখনোই কাটিনি বা একমুষ্ঠির কম করিনি, বিরক্তকারীরা বিরক্ত করেছে, কিন্তু অধিকাংশরাই সম্মান করেছে। যারা দাড়ি মুন্ডায়, তাদের কি কেউ বিরক্ত করে না! যারা আলিম নয়, তাদের কি কেউ বিরক্ত করে না! বরং সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতনের ঘটনা তো বেশি শোনা যায়, বেচারাদের হত্যা করে দেয়া হয় এবং তাদের লাশ বন-জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয় আর ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারে এই ধরনের ঘটনা আপনি কমই শুনবেন। তবে যাইহোক! অন্যায় তো কারো সাথেই করা উচিত নয়। বলার উদ্দেশ্য হলো; আলিমের সম্মান সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২০৫-২০৬)

প্রশ্ন: সন্তানদের শরয়ী নির্দেশনা দেয়ার জন্য কি পিতামাতার প্রশিক্ষিত হওয়া জরুরি?

উত্তর: জি হ্যাঁ! পিতামাতারা যদি জানে, তবেই তো সন্তানদের নির্দেশনা দিতে পারবে, কিন্তু এখানে তো "যে জানার কথা সেও জানে না" বেচারা পিতামাতারাও কিছুই জানে না। যদি কোনোভাবে সন্তান ভালো পরিবেশ পেয়ে যায়, যেমন; ওলামায়ে কিরামের দরবারে উপস্থিতি বা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ পেয়ে যায় এবং প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সে নিজে চেষ্টা করে অনেক মাসআলাও সুন্নাত ইত্যাদি শিখে নেয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, সন্তানরা নিয়ন্ত্রণে আসে না এবং মাসআলাও জানে না, কিন্তু পিতামাতার দ্বীনি পরিবেশের বরকতে অনেক মাসআলা জানা থাকে। এরূপ উভয় পরিস্থিতি সমাজে বিদ্যমান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এমনও অনেক রয়েছে, যারা শেখা অবস্থায় মা-

www.dawateislami.net

বাবা হয়ে থাকে, কেননা আমাদের এখানে অধিকাংশই যুবক। তবে সঠিকভাবে ফরয উলুম সম্পর্কে জ্ঞাত কমই হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইলমে দ্বীনের প্রেরণা দান করুক। ফরয জ্ঞান অর্জন করা যেমন; নামায এবং রোযা ইত্যাদির বিধান শেখা, অনেক বড় ইবাদত।[১] তাই সকলেরই ফরয জ্ঞান অর্জন করা উচিত, দাওয়াতে ইসলামীতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه শেখার একটি পরিবেশ রয়েছে, ইসলামী বোনদের জন্য শরীয়ত কোর্স এবং অন্যান্য কোর্স হয়ে থাকে। অনুরুপভাবে ইসলামী ভাইদের জন্যও অনেক কোর্স রয়েছে, যার মধ্যে একটি "ফয়যানে নামায কোর্স" ও রয়েছে, যা মাত্র সাত দিনের, সম্ভব হলে তবে এই কোর্সটি করার ব্যবস্থা করে নিন, সাত দিনে সব কিছু শেখা যাবে না, কিন্তু কিছু না কিছু অবশ্যই শেখা যাবে এবং আরো শেখার প্রেরণা অর্জিত হবে, যার ফলে আমরা অধ্যয়ন ইত্যাদি করে সামনে অগ্রসর হতে পারবো। কুরআন পড়তে জানেন না বা উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হলে তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় চলে আসুন, ঘরে বসে শিখতে চান তবে এর জন্য অনলাইন (Online) এর ব্যবস্থাও রয়েছে, যার অধিনে অনেক কোর্স করানো হয়। পূর্বেকার সময়ে হাজার হাজার মাইল উটে এবং ঘোড়ায় সফর করে নিজেদের খরচে খেয়ে মানুষ জ্ঞানার্জন করতে যেতো, অনেক সময় তো ডাকাতরাও লুট করে নিতো আর এখন তো প্রবাদও বদলে গেছে, অর্থাৎ আগে "পিপাসার্ত" লোক কুপের নিকট যেতো, এখন "কুপই" পিপাসার্তের ঘরে এসে বলছে যে, "আমার থেকে পান করো এবং পিপাসা নিবারণ

---

১. প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উত্তম ইবাদত হলো মাসআলা শিখা।
(জামে সগির, পৃষ্ঠা৮১, হাদিস: ১২৮০)

www.dawateislami.net

করো” কিন্তু মানুষের ভাবনা হলো যে, আমরা পান করবই না, আমরা পিপাসার্ত অবস্থায় মরে যাব। এমনটি করবেন না, সকল আশিকানে রাসূল এগিয়ে আসুন এবং জ্ঞানার্জন করুন। আল্লাহ করুন, আমার কথা অন্তরে গেঁথে যাক। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৭৫-৩৭৬)**

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীন কার থেকে অর্জন করবে?[১]

উত্তর: ইলমে দ্বীনের ভাণ্ডার শুধুমাত্র আশিকানে রাসূলের মাধ্যমেই অর্জন করবেন। আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরাম যারা প্রকৃত সুন্নি এবং আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মান্যকারী, আপনারা তাঁদের কদমের সাথে লেগে থাকুন اِنْ شَآءَ الله আপনারা সফলতা অর্জন করবেন।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/১৩১-১৩২)

প্রশ্ন: রোজগার কি শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা ও ডিগ্রি অর্জনকারীদেরই মিলে?[২]

উত্তর: আপনাদেরকে অভিজ্ঞতার কথা বলি যে, বড় বড় বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা ডিগ্রিধারী (Certified) বা শিক্ষিত (Educated) হন না। দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারীরাই কর্মসংস্থান পায় এমনটি নয়; রিযিকের মালিক হলেন আল্লাহ পাক, তিনিই সবাইকে রিযিক প্রদানকারী, তিনি ক্ষুধার্ত হিসিবে জাগ্রত করেন ঠিকই কিন্তু ক্ষুধার্ত অবস্থায় শোয়ান না, পাখিরাও সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে

---

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

২. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

আসে; তিনিই কীটকে কণা (Particle), হাতিকে মণ এবং তিমি মাছকে টন দান করেন।[১]

আপনি হয়তো দুনিয়াবী দিক দিয়ে অনেক শিক্ষিত লোকের কথা শুনেছেন যে, তারা বেকারত্বের কারণে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কোনো আলিমের ব্যাপারে আপনি কখনো এমন কিছু শুনবেন না। আমি এটা বিদ্রূপ হিসেবে বলছি না বরং বোঝানোর জন্য বলছি যে, যারা দ্বীনি জ্ঞান রাখেন, তাদের নিকৃষ্ট মনে করবেন না; তারাও আল্লাহর ভালো বান্দা।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২০৫-২০৬)

প্রশ্ন: শিক্ষার্জনের সময় কি কোনো দক্ষতা যেমন; কম্পিউটার, ডিজাইনিং বা কম্পোজিং ইত্যাদি শিখে নেয়া উচিত?

উত্তর: দক্ষতা এবং জ্ঞান উভয়টিই থাকা উচিত কিন্তু মনে রাখবেন! এই জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমে দ্বীন অর্থাৎ সর্বপ্রথম ফরয জ্ঞান এবং নিজের প্রয়োজনীয় আকায়িদ শেখা, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক জ্ঞান যেমন; বিভিন্ন ভাষা ইত্যাদি শিখুন। এছাড়াও দক্ষতা অর্জন করাও জায়িয হতে হবে এবং যার থেকে দক্ষতা শিখছেন, তার থেকে শেখাও জায়িয হতে হবে, অন্যথায় দক্ষতা তো সুদেরও অর্জন হয়!

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/৪২১)

---

১. এক টন হলো ২৮ মণ এবং এক মণ হলো ৪০ সের আর এক সের হলো ১ কিলোগ্রাম থেকে কিছুটা কম।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি আলিমে দ্বীন নয় কিন্তু বাড়িতে কিছু না কিছু ধর্মীয় ও ইসলামী বই রাখেন, তবে কি সে সাওয়াব পাবে?

উত্তর: কেন হবে না? যদি তিনি দ্বীনি কিতাব পড়েন, ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন, তবে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। আলিম না হওয়া গুনাহ তো নয়, স্পষ্টতই প্রত্যেকে আলিম হতেও পারবে না এবং প্রত্যেকের জন্য আলিমে দ্বীন হওয়া ফরযও নয়।[১]

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৩৯)

প্রশ্ন: আপনাকে দেখা গেছে যে, ইলমে দ্বীন শেখানোর জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, এর কারণ কি?

উত্তর: আল্লাহ পাক একনিষ্ঠতা নসীব করুন। আমার ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এবং ওলামায়ে দ্বীনকেও ভালোবাসি। মানুষ ইলমে দ্বীনের মাধ্যমেই মানুষ হয়ে উঠে, যদি ইলমে দ্বীনের অভাব হয়, তবে পশুর মতো আচরণ করবে। ইলমে দ্বীন অর্জনের অনেক ফযিলত রয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি: ইমাম ইবনে আবদুল বার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ" অর্থাৎ আমার থেকে শিক্ষা অর্জন করো, আমার থেকে শিক্ষা অর্জন করো। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৫৬)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইয়াওমে নাহার (অর্থাৎ যিলহজ্বের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখকে "আইয়া মে নাহার" বলা হয়) নিজের বাহনে করে জামরাতের রমী করেন এবং বলেন: আমার কাছ থেকে হজ্বের আহকাম

১. মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর উপর তার বর্তমানকার অবস্থা অনুযায়ী মাসআলা শিখা ফরযে আইন। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৪)**

www.dawateislami.net

শিখে নাও, কেননা আমি জানি না, হয় তো আমি এই বছরের পর হজ্ব করবো না। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৫৬-১৫৭)** হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কেউ কি আছো, যে আমার থেকে ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, যাতে নিজেও উপকৃত হও এবং অন্যদেরও উপকারে আসে? **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৫৭)** মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়িদ বিন জুবায়ের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমার এই বিষয়ে খুবই চিন্তা যে, আমার যে জ্ঞান আছে, তা যেনো লোকেরা অর্জন করে নেয়। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৬০)** হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি লোকদের ইলম শেখাতে অগ্রগামী ছিলেন এবং বলতেন: আমাকে প্রশ্ন করো। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৬০)** তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত উরওয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতেন: লোকেরা! আমার নিকট এসো এবং আমার থেকে জ্ঞানার্জন করো। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৬১)** তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইকরামা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতেন: তোমাদের কি হয়ে গেছে যে, আমাকে প্রশ্ন করছো না? তোমরা কি দরিদ্র ও অভাবী হয়ে গেছো? **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, পৃ: ১৬১)** হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি শিক্ষার্থী আমার নিকট এসে জ্ঞানার্জন না করে, তবে আল্লাহর শপথ! আমি নিজে তাদের বাড়িতে গিয়ে ইলম শিখাবো। কেউ আরয করলো: জনাব! জ্ঞানার্জন করাতে তাদের ভালো নিয়্যত তো থাকে না। বললেন: তাদের ইলমে দ্বীন অর্জন করাই হলো ভালো নিয়্যত। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, ১৬২ পৃ:)** হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি আমার এই ক্ষমতা থাকতো, তবে আমি জ্ঞানকে গুলিয়ে পান করাতাম। **(জামে বয়ানিল ইলম ও ফদলিহি, ১৬২ পৃ:)** যাইহোক! সকলের ইলমে দ্বীনের প্রতি লোভ থাকা উচিত। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা এবং ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদি ইলমে

www.dawateislami.net

দ্বীনেরই হালকা, এতে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে তবে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, আল্লাহ চাইলে আলিম হয়ে যাবেন এবং অনেক জ্ঞান অর্জিত হবে। আল্লাহ পাক যেনো আমাদের মাঝে ইলমে দ্বীনের লোভ সৃষ্টি করে দেন।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/২২৪-২২৫)

প্রশ্ন: দুনিয়াবি উন্নতি না হওয়ার ভয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করা থেকে বিরত থাকা কেমন?[১]

উত্তর: অনেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করা থেকে একারণে বিরত থাকে যে, দুনিয়ায় উন্নতি হবে না, হয়তো তারা কবর এবং আখিরাতের উন্নতির বিষয়ে অনবহিত, তাই তারা নিজেদের সন্তানদেরও দুনিয়াবি উন্নতি দেয়ার জন্য ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত করে দেয়। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন অর্জন না করা অনেক বড় ভুল এবং ক্ষতির কারণ। যখন আপনি আপনার সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা দিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এবং আপনার সন্তান আপনাকে ইছালে সাওয়াব করতে চাইলেও করতে পারবে না, কেননা সে কুরআনে করীম পড়তে জানে না। যদি আপনি আপনার সন্তানকে দ্বীনদার এবং আলিম বানিয়ে যান, তবে সে তা এমনভাবে পড়বে, যখন সে আপনার কবরে আসবে, তখন আপনি বলবেন: সে যেনো না যায়, বরং আমার পাশে বসে থাকুক এবং তিলাওয়াত করতে থাকুক। যদি আপনি আপনার সন্তানকে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা দেন, তবে সে আপনার কবরে এসে কিভাবে তিলাওয়াত করবে? যদি সে তিলাওয়াত করে

---

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে এবং উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

আপনাকে ইছালে সাওয়াব করে, তবে আপনি সাওয়াব তখনই পাবেন যখন সে সাওয়াব পাবে আর সে তিলাওয়াত করার সাওয়াব তখনই পাবে যখন সে সঠিকভাবে কুরআনে পাক পড়তে জানবে। যদি সন্তান তিলাওয়াত করার সময় এমন ভুল করে, যার ফলে পুরো অর্থ ভুল হয়ে যায়, তবে আপনি সাওয়াব কিভাবে পাবেন? **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/২৮৩-২৮৪)**

প্রশ্ন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী মুযাকারা থেকে অনেক ইলমে দ্বীন শেখা যায়, তা মনে রাখার কোনো সহজ উপায় বলে দিন।

উত্তর: আল্লাহ পাক আমাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর করুক। যেই বিষয়ে আমরা Serious (অর্থাৎ গুরুতর) হই সেই বিষয় মনে থাকে। নাশতার সময় কয়টায়? তা মনে থাকে কারণ আমরা Serious। Lunch অর্থাৎ দুপুরের খাবার কখন খাবো? ঐসময়ে করবো, কেননা আমরা Serious। ফজরের জামআতের সময় কয়টায়? হ্যাঁ ভাই! ফজরের সময় কয়টায়? জানি না, অথবা মনে নেই, কেননা আমরা Serious নই এবং জামাআতে নামায পড়তে যাই না। আল্লাহ করুক যেনো আমরা ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে Serious হয়ে যাই, এটাকে Easy (অর্থাৎ সহজভাবে) না নিই বরং একে নিজের মাথায় রাখুন যে, না না এটি মনে রাখা খুবই জরুরী, اِنْ شَآءَ الله স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৩৫)**

প্রশ্ন: জান্নাতেও কি ইলম বৃদ্ধি পাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! ইলম অবশ্যই আল্লাহ পাকের নেয়ামত, তাই জান্নাতেও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এই পুস্তিকাটি পড়ে অপরকে দিয়ে দিন

বিয়ে, শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরস এবং জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুলের লিফলেট বিতরণ করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, পত্রিকা আকারে বা শিশুদের মাধ্যমে নিজের মহল্লার বাড়িতে বাড়িতে প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট পৌঁছিয়ে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান এবং সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net